দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

২১

দুই হলে পুলিশ তল্লাশি

জাবিতে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের পাল্টাপাল্টি মামলায় ক্যাম্পাস উত্তপ্ত, সংঘর্ষের আশঙ্কা

জাবি সংবাদদাতা ॥ ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষে উত্তপ্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি আবাসিক হলে রবিবার পুলিশ তল্লাশি চালিয়েছে। তবে পুলিশী তল্লাশিতে তেমন কোন অস্ত্র উদ্ধার বা কেউ গ্রেফতার হয়নি। গত বুধবার রাত থেকে শুরু হওয়া ছাত্রদল-ছাত্রলীগ সংঘর্ষের রেশ এখনও কাটেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের দায়ের করা দু'টি মামলার বিপরীতে ছাত্রদলও দু'টি মামলা দায়ের করেছে। ফলে যে কোন সময় ফের সংঘর্ষ শুরু হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ক্যাম্পাস পরিস্থিতি এখনও থমথমে। ছাত্রলীগের ডাকা লাগাতার ক্লাস বর্জন কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে।

(২- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

জাবিতে ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের

(প্রথম পাতার পর)

জানা গেছে, রবিবার বেলা পৌনে ২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মওলানা ভাসানী এবং আ ফ ম কামালউদ্দিন হলে একই সঙ্গে পুলিশ তল্লাশি চালায়। এ দু'টি হলে অস্ত্রের মজুদ থাকতে পারে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মওলানা ভাসানী হলে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের একটি দল তল্লাশি চালায়। তল্লাশিতে পুলিশ ২/৩টি রড, ২টি ক্রিকেট স্ট্যাম্প ইত্যাদি উদ্ধার করে। কামালউদ্দিন হলে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নেতৃত্বে অপর দল তল্লাশী চালিয়ে তেমন কিছু উদ্ধার করতে পারেনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দু'হলের ছাত্ররা পুলিশী তল্লাশিকে লোক দেখানো অভিহিত করে অভিযোগ করে বলেন, সংঘর্ষের সময় দু'পক্ষই পুলিশের সামনে রড, হকিস্টিক, স্ট্যাম্প প্রভৃতি ব্যবহার করেছে। তবে কামালউদ্দিন হলের ছাত্রলীগ নেতা সাম্য হলে অস্ত্রের মজুদের কথা অস্বীকার করে বলেন, আমাদের হলে কোন অস্ত্র নেই। ছাত্রদলের সন্ত্রাসীরা ষড়যন্ত্র করে আমাদের বিরুদ্ধে এই ভিত্তিহীন গুজব প্রচার করছে। ভাসানী হলের ছাত্রদল নেতা নাহিদ হলে অস্ত্রের অভিযোগকে ভিত্তিহীন উল্লেখ করে বলেন, কামালউদ্দিন হল থেকে বের করে দেয়া ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ঐ হলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে প্রশাসন তাদের নিরপেক্ষতা হারাচ্ছে।

এদিকে, শনিবার রাতে ছাত্রদল নেতা লিকেন বাদী হয়ে আশুলিয়া থানায় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জনি, সাংগঠনিক সম্পাদক চিশতী, পুলক, সাম্য, জকিসহ ১৬ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে পাল্টা মামলা দায়ের করেছে। আরেকটি মামলায় ছাত্রদল নেতা শুভ বাদী হয়ে সাভার থানায় ছাত্রলীগ সভাপতি সোহেল পারভেজ, চিশতী, দুলাল, মিলন, সঞ্জয়, দীপু, সুজন, নাহিদসহ অজ্ঞাতনামা ২০/৩০ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করে। উল্লেখ্য, পূর্বে ছাত্রলীগ সভাপতি সোহেল পারভেজ ও ছাত্রলীগ নেতা সাম্য বাদী হয়ে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে সাভার ও আশুলিয়া থানায় ২টি মামলা দায়ের করেছিল।

অপরদিকে, ছাত্রলীগ আহূত ক্যাম্পাসে লাগাতার ক্লাস বর্জন কর্মসূচী এখনও অব্যাহত রয়েছে। অধিকাংশ বিভাগে ক্লাস না হলেও পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্যাম্পাসে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি অব্যাহত আছে। ছাত্রহলগুলোর সামনে নিয়মিত পুলিশ প্রহরা অব্যাহত রয়েছে।